চার্লি চ্যাপলিন

নীতা সাহা কুঠিয়াল

GRANTHA TIRTHA CALCUTTA

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

চার্লি চ্যাপলিন বিশ্বের এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। এ কথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে বিগত কয়েক শতকে পৃথিবীতে যাঁরা মানবতার ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন চার্লি চ্যাপলিন নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে একজন, তাঁকে বলা যেতে পারে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক এবং বিশ্ববিবেকের অতন্দ্র প্রহরী। শুধুমাত্র চলচ্চিত্রে অভিনয় এবং চলচ্চিত্র পরিচালনা ও প্রযোজনার মধ্যে তাঁর অবদান সীমাবদ্ধ নয়। সাধারণ জীবনের ছোটোখাটো বিষয় থেকে পৃথিবীর যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোনো কিছুই তাঁর পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং সৃষ্টির পরিধির বাইরে ছিল না।

এই বিরল চরিত্রের মানুষটির জন্ম ১৮৮৯ সালে। সুতরাং ২০১৪ সাল তাঁর জন্মের একশো পঁচিশতম বছর। এই উপলক্ষ্যে তাঁর জীবনের এবং সৃষ্টির চালচিত্র সমন্বিত এই গ্রন্থটি লিখতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

চার্লি চ্যাপলিনের 'My Autobiography', বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের 'চার্লি চ্যাপলিন', অমিয় রায়চৌধুরীর 'চার্লি চ্যাপলিনে'র সিনেমার গল্প', অধ্যাপক ইরাবান বসুরায়ের 'ভালোবাসার সিনেমা চার্লি চ্যাপলিন', প্রভৃতি আরও অন্যান্য গ্রন্থ পড়ে আমি ভীষণভাবে মুগ্ধ। মুলত আমার গ্রন্থটি লেখার তথ্যাদি এই গ্রন্থগুলি থেকে সংগৃহীত। এই গ্রন্থাদি লেখকদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। চার্লি চ্যাপলিনের অসাধারণ জীবনকাহিনি আরও

বেশি মানুষের মধ্যে প্রচারিত হোক এ ভাবনা আমার মধ্যে অনেক আগেই অঙ্কুরিত হয়েছিল, আমার স্বামীর নিরন্তর তাগাদা ও শ্রদ্ধেয় শঙ্করীভূষণ নায়েকের অনুপ্রেরণা গ্রন্থটি লেখায় ত্বরান্বিত হতে সাহায্য করেছে।

নীতা সাহা কুঠিয়াল
(মিসেস দত্ত)

সূচিপত্র

চার্লি চ্যাপলিনের পারিবারিক ইতিহাস	১১
চার্লি চ্যাপলিনের শৈশব ও কৈশোরের চালচিত্র	২১
চার্লি চ্যাপলিনের প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ পর্ব	২৯
চার্লি চ্যাপলিনের অভিনীত ও পরিচালিত বিখ্যাত কয়েকটি ছবি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৪২
বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক গুণীজনের সান্নিধ্যে চ্যাপলিন	৯৩
চার্লি চ্যাপলিনের শেষ জীবন	১০৪
চার্লি চ্যাপলিন সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক এবং চলচ্চিত্র পরিচালকের লিখিত প্রবন্ধের অংশ বিশেষ	১০৬
চার্লি চ্যাপলিন যেসব চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন এবং যেসব চলচ্চিত্র পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন তার তালিকা	১২১

চার্লি চ্যাপলিনের পারিবারিক ইতিহাস

চার্লি চ্যাপলিন তাঁর আত্মজীবনী 'My Autobiography' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন— "I was born on 16 April 1889, at eight o'clock at night, in East lane, Welworth. Soon after, we moved to west square, St George's road, Lambeth. According to mother my world was a happy one."

চ্যাপলিনের কোথায় জন্ম এ নিয়ে অনেকের কাছে ধোঁয়াশা আছে, কারণ 'সমারসেট হাউসে'র খাতায় ইংল্যান্ডের সমস্ত মানুষের জন্মেরই রেকর্ড আছে কিন্তু চার্লস চ্যাপলিন নামে কোনো নাম বা ঠিকানা পাওয়া যায় না হয়তো সে সময় চ্যাপলিনের নাম অন্য কোনো নামে নথিভুক্ত হয়েছিল। অনেকে তাঁকে চ্যাপম্যান, ক্যাপলিন, চার্লস স্পেনসার চ্যাপলিন প্রভৃতি নামে সম্বোধন করেছে। ভুল করে তাঁকে চ্যাফিন এই নামেও ডাকা হয়েছে।

চার্লি চ্যাপলিনের বাবা চার্লস চ্যাপলিন (সিনিয়র) জাতিতে ফরাসি — ইহুদি ছিলেন। চার্লি জন্মাবার পরই তাঁর মায়ের সঙ্গে বাবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বাবার পেশা ছিল গানবাজনা এবং অভিনয়। মার মুখে চ্যাপলিন শুনেছিলেন যে তাঁর বাবাকে দেখতে ঠিক নেপোলিয়নের মতো ছিল। তিনি শান্ত স্বভাবের এবং ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। চোখের মণি দুটো কালো কুচকুচে, গলার আওয়াজ ভারী মিষ্টি ও ভরাট ছিল। গান লিখতে ও গানে সুর দিতে পারদর্শী ছিলেন। অভিনেতা হিসেবে সে সময় তাঁর বিশেষ নামডাক ছিল। অভিনয়ে সপ্তাহে চল্লিশ পাউন্ড তিনি আয় করতেন। কিন্তু মদের নেশা এই প্রতিভাবান মানুষটির জীবন তছনছ করে দেয়। তাঁর ভায়েরা এবং আত্মীয় স্বজনেরা খুবই ধনী ছিলেন। চার্লির বাবা-মার বিচ্ছেদের কারণও ওই মদের নেশা ছিল। হানা চ্যাপলিনের (চার্লির মা) বয়স

যখন ষোলো বছর তখন তাদের দুজনের মধ্যে প্রেম হয়। দুজনেই একসঙ্গে শামুশ-ও -ব্রিয়াঁ আয়ারল্যান্ডের পটভূমিকায় এক বিয়োগান্তক নাটকে অভিনয় করেছিলেন। আঠারো বছর বয়সে হানা এক মাঝবয়সি ধনী ব্যক্তির সঙ্গে আফ্রিকায় চলে যান কিন্তু আফ্রিকায় না থেকে তাঁদের এক সন্তান সিডনীকে নিয়ে ফিরে এসে চ্যাপলিনের বাবার সঙ্গে বিবাহিত জীবন শুরু করেন। কিন্তু চ্যাপলিনের জন্মের এক বছরের মধ্যেই তাঁদের আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে হানা চ্যাপলিন মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে আদালতের হুকুমে চ্যাপলিন ও সিডনির দায়িত্বভার চ্যাপলিনের বাবাকে নিতে হয়। সে সময় চ্যাপলিনের বয়স মাত্র আট বছর। এর আগে চ্যাপলিন তাঁর বাবাকে দু-বার দেখেছিলেন। একবার অভিনয় করতে, একবার এক মহিলার সঙ্গে কেনিংটন রোড ধরে যেতে দেখেছিলেন। মহিলাকে পরবর্তীকালে তাঁর বাবা বিয়ে করেছিলেন, (মহিলার নাম লুইজি) লুইজিরও একটি পুত্রসন্তান ছিল। বাবার বাড়িতে থাকার সময় চার্লি বাবাকে সামনাসামনি দেখতে পাওয়ায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁকে দেখতেন, বাবাকে তাঁর খুব ভালো লাগত; কেমন করে খাবার মুখে তুলে দেন, কেমন করে কথা বলেন, হাসেন, কেমন করে কলম ধরার মতো আলগোছে ছুরিটা ধরে মাংস কাটেন, সব কিছুই তাঁর কাছে দর্শনীয় বস্তু ছিল। এরপর কয়েক বছর তিনি তাঁর বাবাকেই নকল করতেন। বাবার মধ্যে চার্লি এক শিল্পীমনের দরদিমনের মানুষকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

চার্লির দশ বছর বয়সে কেনিংটন রোডের পাশে এক শুঁড়িখানায় বাবার সঙ্গে শেষ দেখা হয়। বাবাকে দেখার আশায়ই চার্লি শুঁড়িখানায় উঁকি দেন তখনই বাবার সঙ্গে চোখাচোখি হয়। চার্লিকে দেখে বাবার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, হাতছানি দিয়ে চার্লিকে ডাকেন। বাবার শরীরের অবস্থা দেখে অতটুকু বয়সেও চার্লি শঙ্কিত হলেন সারা গা ফোলা, শরীর খুব দুর্বল, চোখ দুটোও বসে গেছে। চার্লির মার কথা, সিডনীর কথা জিজ্ঞেস করলেন। চলে আসবার সময় চার্লিকে

চুমো খেলেন। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে 'সিরোসিস অব লিভার' অসুখে তিনি মারা যান। সেন্ট টমাস হাসপাতালে চার্লির মা তাঁকে সবসময় দেখতে যেতেন।

চার্লির ছোটো কাকা আলবার্ট আফ্রিকায় থাকতেন তবে সে সময় লন্ডনে ছিলেন। তিনি চার্লির বাবার সৎকারের সমস্ত খরচ বহন করেন। আলবার্ট অনেক পয়সার মালিক ছিলেন। তাঁর বিশাল ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। তিনি ঘোড়া কেনা-বেচার ব্যবসা করতেন। আলবার্টের আচার-আচরণ, পোষাক-আষাক, কথা-বার্তা খুবই মার্জিও ও অভিজাত ছিল। বু অর যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারকে ঘোড়া সরবরাহ করে বিশেষ সাহায্য করে ছিলেন। টুটি কবরখানায় চার্লির বাবাকে কফিনের শেষ শয্যায় শোয়ানার সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। কফিনের কাঠের ওপর এক একটা বৃষ্টির ফোঁটার আওয়াজ চার্লির শিশুমনে যেন হাতুড়ি পেটার আওয়াজের মতো লাগছিল, ভয়ে, কষ্টে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। সবাই ফুল ছিটিয়ে দিলেও চার্লির মার কাছে কিছু না থাকায় চার্লির কাছে যে রুমাল ছিল, তাই দুজনের হয়ে দিয়ে দিলেন। আইনানুগ উত্তরাধিকারী হিসেবে চার্লির মাকে তাঁর বাবার যে সমস্ত জিনিস হসপিটালে ছিল তা নেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল, সাধারণ ব্যবহৃত জামাকাপড়, জুতো, চটি বাড়িতে নিয়ে আসার পর একটা চটির গোড়ালিতে একটা লেবুর কোয়া শুকিয়ে ছিল, কোয়াটি টেনে বার করার সময় সোনার একটা মোহর খট করে মাটিতে পড়ে গেল। চার্লির মায়ের হাতে সে সময় একটাও পয়সা ছিল না। তাঁরা দুজন মনে করল এ যেন ঈশ্বরের দান। কিছুদিন তাঁদের আহারের সংস্থান এর দ্বারা হয়েছিল।

চার্লি চ্যাপলিনের মা হানা চ্যাপলিন। (ডাক নাম লিল্) অসাধারণ সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী ছিলেন। ফরসা রং, বেগুনি-নীলাভ চোখ আর এক মাথা হালকা বাদামি রঙের চুল তাঁর মাথায় ছিল। হানা চ্যাপলিন মিউজিক হলের একজন নামকরা শিল্পী ছিলেন। গান গাইতে, নাচতে এবং মুকাভিনয় অর্থাৎ কথা না বলে শুধুমাত্র

চোখের দৃষ্টি আর অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে (ইংরেজিতে একে প্যান্টোমাইম আর্ট বলে) তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। আয়ারল্যান্ডে ও স্পেনের রক্ত তাঁর শরীরে বইত। হানার পিতার নাম চার্লি হিল, তাঁদের বাড়ি আয়ারল্যান্ডের কর্ক জেলায়। তিনি পেশায় ছিলেন চর্মকার। চার্লির লেখার পাওয়া যায় তাঁর দাদুর গাল লাল টুকটুকে সাদা চুল আর হুইসলারের আঁকা কার্লাইলের ছবির মতো খানিকটা দাড়ি। রাতের ব্যথায় তিনি খুব কষ্ট পেতেন। পরবর্তীকালে ওয়াল ওয়ার্থের ইস্ট লেনে জুতো মেরামতের দোকান দিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন। হানা চ্যাপলিনের মা সম্ভবত বেদের মেয়ে ছিলেন। বিয়ের আগে তাঁর পদবি ছিল স্মিথ। চার্লির ছয় বছর বয়সে তিনি মারা যান।

'কেট' নামে হানার এক বোন ছিলেন। তিনিও খুব সুন্দরী এবং ভালো অভিনয় করতেন। তবে দু বোনের মধ্যে খুব একটা সদ্ভাব ছিল না। কেট খুব মেজাজি ছিলেন।

চার্লির জীবনে পরতে পরতে মায়ের উপস্থিতি। বাবা-মায়ের শিল্পীসত্তার সার্থক সম্পূর্ণ রূপায়ণ চার্লির শিল্পসত্তাকে এক অপূর্ব আশ্চর্য শৈল্পিক গড়নে গড়ে তুলেছিল। আঠারো বছর বয়সে এক মধ্যবয়সি ধনী ব্যক্তির সঙ্গো হানা আফ্রিকায় চলে যান। তিনটি পুত্রসন্তানের মধ্যে ছোটো ছেলে সিডনীকে নিয়ে তিনি কয়েক বছরের মধ্যে লন্ডনে ফিরে এসে তাঁর পূর্বপ্রেমিক অর্থাৎ চার্লির বাবাকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু চ্যাপলিনের জন্মের এক বছরের মধ্যেই তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কোনো খোরপোষের দাবি না করে নিজের স্বোপার্জিত অর্থে নিজের দুই ছেলেকে নিয়ে দিন গুজরান করতেন। সে সময় অভিনয় ও গান করে ভালোই আয় করতেন। কিন্তু অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে তাঁর যখন ল্যারেনজাইটিস রোগে গলা নষ্ট হয়ে যায়। হানা অসাধারণ সূঁচের সেলাই করতেন। অভিনয় ও গান দিয়ে যখন সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ল তখন তিনি সেলাই করে সংসার চালাতে থাকেন। চ্যাপলিনের 'আমার

কথা' গ্রন্থের বহু জায়গায় হানা চ্যাপলিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নানা দিক আলোচিত হয়েছে। নিজে অপরিসীম দুঃখ দারিদ্রে জর্জরিত হলেও অন্যের কষ্ট দেখলে সহ্য করতে পারতেন না। একবার তাঁর পরিচিত এক নামকরা অভিনেত্রীকে (ইভালেস্টক) অসুস্থ অবস্থায় অর্থের অভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখে তাঁকে নিজের অপরিসর ঘরে স্নান করিয়ে, খাইয়ে— তিনদিন যত্ন-আত্তি করে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

অভিনয় জগতে চটুল চরিত্রে অভিনয় করলেও বাস্তবজীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে অর্থসংকটে, সংসারের নানা ঝড়ঝাপটায় তাঁর অসাধারণ শিল্পীসত্তা সার্থকভাবে বিকশিত হতে বারবার ধাক্কা খেয়েছে। সন্তানদের চিন্তায় এবং অর্থচিন্তায় বার করে তিনি মানসিক রোগে আক্রান্ত হন। বহুদিন তিনি কেন-হেল হসপিটালে মানসিক রোগী হিসেবে চিকিৎসার জন্য থাকতে বাধ্য হন। সিডনী ও চ্যাপলিন তাঁর নিজের প্রাণের থেকেও প্রিয় ছিল। তাঁদেরও মা অন্তপ্রাণ ছিল। মানসিক দুরবস্থার জন্য তাঁর হাত-পা বেঁধে রাখা হতো। তার মধ্যেও একদিন চ্যাপলিনকে বলেছিলেন—'সাবধান, পথ কিন্তু ভুলে যাস না। যেতে পারবি তো ঠিক ঠিক চিনে? নইলে ওরা কিন্তু আটকে রাখবে। ঠিক আমাকে যেমন রেখেছে।'

একবার কৈশোরে চ্যাপলিন মায়ের কাছে ভগবান যিশুর ক্রুশবিদ্ধের কাহিনি শুনে নিজের মৃত্যু কামনা করলে মা তাঁকে বলেছিলেন—'যিশু চান তুমি বেঁচে থাকো, তোমার সব ইচ্ছা এই মরজগতেই পূর্ণ হোক। অদ্ভুত সেই নির্দেশ।'— চ্যাপলিন কোনোদিন এ কথা ভুলতে পারেননি। চ্যাপলিনের কাছে এ যেন এক উজ্জ্বল আলোকের দীপ্ত শিখা। চ্যাপলিনের ভাষায়— 'পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যত সৃষ্টি যেন এই একটি কথার বৃত্তেই ঘুরপাক খাচ্ছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রেম, করুণা আর মানবতা। এটাই তার কাছে শাশ্বত সত্য।